পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)

ই-নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১২৪

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

জুন ২০২৩

'সবুজায়নে পদক্ষেপ' এই অঙ্গিকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করলো পদক্ষেপ

প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানব সম্প্রদায় ও প্রাণিকূলের অস্তিত্বের জন্য দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপায়ে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ করেই চলেছি। পরিবেশ দূষণকে আরও বেশি সমস্যাসংকুল করে তুলেছে প্লাস্টিকজাত পণ্যের অপরিকল্পিত ব্যবহার। প্লাস্টিকের অতিব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নের অভাবে মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। দেশে তীব্র দাবদাহ আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় এই নগর, এই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার এক মাত্র টেকসই সমাধান 'সবুজায়ন'। তাই পদক্ষেপ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'সবুজায়নে পদক্ষেপ' এর অঙ্গিকার ব্যক্ত করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

সবুজায়নকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্লাস্টিক দূষণ এড়াতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৫ জুন দেশব্যাপী 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩' উদযাপন করেছে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র। 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'এর এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে, শামিল হই সকলে' এবং স্লোগান ছিল 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'। এ বিষয় দুটির পাশাপাশি পদক্ষেপ "গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সংস্থার ৩৩১টি ব্রাঞ্চের নিকটস্থ সরকারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দুই হাজারের অধিক সংখ্যক ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়। এর পাশাপাশি রংপুরে "সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ" এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকাল ১০টায় রংপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি রংপুর সিটি করপোরেশন অফিসের সামনে ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে রংপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, পদক্ষেপ এর রংপুর কর্ম-এলাকার উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। র‍্যালি শেষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে এবং পরে রংপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশ বিষয়ক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ঢাকাতে পদক্ষেপ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম)-এ পরিবেশ বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্য নাহিদ আক্তার,

নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এবং মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক'সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় বক্তারা বলেন, "মানুষ ও প্রাণিকূলের অস্তিত্বের জন্য দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশের বিকল্প নেই। বিভিন্নভাবে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ করেই চলেছি। পরিবেশ দূষণকে আরও বেশি সমস্যা তৈরি করে তুলেছে প্লাস্টিকজাত পণ্যের অপরিকল্পিত ব্যবহার। প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি পদক্ষেপ এর উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে প্লাস্টিক পণ্যের পূর্ণ ব্যবহার ও এর টেকসই বিকল্প উদ্ভাবন এবং প্রকৃতির অক্ষুন্নতা বজায় রেখে সবাই মিলে পরিবেশ সংরক্ষণ খুবই জরুরি"।

আলোচনা সভার শুরুতে পদক্ষেপ পরিচালিত 'সাস্টেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট' এর আওতাধীন পরিবেশবান্ধব উপায়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক মুক্ত লবণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্লাস্টিক ও পলিথিনের যত্রতত্র ব্যবহার রোধ করে প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে সকল মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই লক্ষ্য নিয়েই পদক্ষেপ কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া নগরায়ণের এই যুগে টেকসই সবুজায়নে ছাদকৃষির গুরুত্ব নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। শহরাঞ্চলে এখন বাগান বা কৃষির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় না। অতএব ছাদই কৃষির জন্য একটি বড় ক্ষেত্র হতে পারে। ছাদকৃষিকে আরো উৎসাহিত করতে 'পিআইডিএম'এর ছাদে ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি পদক্ষেপ এর পক্ষ থেকে প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যেক কর্মীকে নিজস্ব ডেস্কে রাখার জন্য একটি করে ইন্ডোর প্ল্যান্ট উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

পরিবেশ এমন একটি বিষয় যেখানে দেশের প্রতিটি নাগরিকের ইতিবাচকভাবে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসই পরিবেশ রক্ষার মূল চালিকাশক্তি। সময় হয়েছে আজ প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার এবং টেকসই সবুজায়নের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার।

‘এমআরএ’ সাথে পদক্ষেপ’সহ ১০টি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার মধ্যে ‘বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২১ জুন ২০২৩ ‘মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)’ এর সাথে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ন্যায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ‘এমআরএ’ সনদপ্রাপ্ত শীর্ষ ১০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ব্র্যাক, আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ, টিএমএসএস, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস), জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভ ফর প্রোগ্রামড একশনস (উদ্দীপন), সাজেদা ফাউন্ডেশন ও পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি (পিএমকে) এর সাথে অথরিটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পদক্ষেপ এর পক্ষে সংস্থার পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক এবং অথরিটির পক্ষে এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো: ফসিউলাহ্ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহীগণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় অথরিটির ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও নতুন ২টি এরিয়া গঠন ও পুনঃবন্টন এবং ৮টি ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন

দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়া ও পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদেরকে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলায় পদক্ষেপ তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুন ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও নতুন ২টি এরিয়া গঠন ও পুনঃবন্টন এবং ৮টি ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে কুষ্টিয়া ও নওগাঁ এরিয়া নামে নতুন এরিয়া গঠন এবং মেহেরপুর ও তাহেরপুর এরিয়াকে পুনঃবন্টন করা হয়েছে।

এছাড়া নতুন ব্রাঞ্চগুলো হলো, ময়মনসিংহ জোনের পাগলা ব্রাঞ্চ; রাজশাহী জোনের নওগাঁ সদর, বদলগাছি, মহাদেবপুর ও মান্দা ব্রাঞ্চ এবং যশোর জোনের কুষ্টিয়া সদর, ভেড়ামারা ও আলমডাঙ্গা ব্রাঞ্চ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজারবৃন্দ, জোনের সিনিয়র ব্যবস্থাপকবৃন্দ (এডমিন ও একাউন্টস), এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ঈমাম, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যাংক কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিল শেষে সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে ‘পিকেএসএফ’ এর ‘পিপিইপিপি-ইইউ’ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর অংশগ্রহণ

গত ২৪ মে ২০২৩ তারিখে ঢাকার আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবনে ‘পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ)’ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে আরও জোর দেয়া উচিত। দারিদ্র বিমোচনে সরকারের প্রশংসনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশের উত্তর, দক্ষিণ, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের কিছু এলাকায় দারিদ্র্যের হার এখনও অনেক বেশি। এসব অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার হ্রাস ও বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে ‘পিপিইপিপি-ইইউ’ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ‘পিকেএসএফ’ এর চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি, পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, লক্ষিত পরিবারগুলোতে টেকসইভাবে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকরী ও ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ বিশেষ জোর দেয়। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইইউ-রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সম্পর্ক বন্ধুত্ব, সমৃদ্ধি ও মূল্যবোধের। তাই বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে ইইউ অঙ্গীকারাবদ্ধ আর ‘পিপিইপিপি-ইইউ’ প্রকল্প তারই একটি নিদর্শন। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়া ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান বলেন, ‘পিকেএসএফ’ বর্তমানে দেশের ১.৮ কোটি পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উপযুক্ত অর্থায়নসহ বহুমাত্রিক কারিগরি ও সামাজিক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। তিনি বলেন, ‘পদক্ষেপ’ ‘পিকেএসএফ’ এর একটি গর্বিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ‘পিকেএসএফ’ গত কয়েক দশকে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রমগুলোকে আরও মানবকেন্দ্রিক করতে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জীবিকা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে এবং দেশের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দেশের অতিদারিদ্র্য-প্রবণ ১২টি জেলার ৩৪টি উপজেলার ১৪৫টি ইউনিয়নে ২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানাভুক্ত ৮ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্থায়িত ২২.৮১ মিলিয়ন ইউরো অনুদানভিত্তিক প্রকল্পটি সহিষ্ণু জীবিকায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ, জলবায়ু সহনশীলতা সৃষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশনে কাজ করছে।

‘বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩’ উপলক্ষে গোল টেবিল বৈঠক

‘বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩’ উপলক্ষে গত ২২ জুলাই ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে এক গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও ফুড সেফটি মুভমেন্ট যৌথভাবে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.এইচ.এম সফিকুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। এতে আমাদের উদর পূর্তি হচ্ছে। ক্ষুধাকে এক প্রকার জয় করা গেছে। এখন সময়ের দাবি হচ্ছে খাদ্য নিরাপদ হতে হবে। আর এটা সত্য কথা যে নিরাপদ না হলে সেটা খাদ্য হবে না। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ করতে আন্তর্জাতিক প্যারামিটারের যে জায়গায় আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে তার মধ্যে নিরাপদ খাদ্য অন্যতম। সরকার এ বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে আইন প্রনয়নের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এখন দরকার এ কাজে সকলের অংশগ্রহণ। আগামী দিনের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তিনি সকলকে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, সকলের অবস্থান থেকে আওয়াজ তুলতে হবে নিরাপদ খাদ্য আমার অধিকার’।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. রেজাউল করিম, পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, ফুড সেফটি মুভমেন্টের সভাপতি সাদেক মোহাম্মদ খান। সহকারি পরিচালক ও প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দীকার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফুড সেফটি মুভমেন্টের মহাসচিব মো. ইউনুছ আলী। এছাড়াও আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের কান্ট্রি ডিরেক্টর আতাউর রহমান মিটন, হার্ভেস্ট পাস এর কান্ট্রি ম্যানেজার ড. খায়রুল বাশার, গেইন এর প্রজেক্ট ম্যানেজার আবুল বাশার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, অনিরাপদ খাদ্য খেয়ে দেশের মানুষ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রাস্তার পাশে বিক্রি হওয়া মুখরোচক খাদ্যের ক্রেতা ৬০ শতাংশ নারী আর ৪০ শতাংশ পুরুষ। এসব মানুষ দিনে অন্তত একবার হলেও রাস্তার খাবার গ্রহণ করে থাকে। গবেষণার তথ্য দিয়ে বলা হয় রাস্তার ৯০ ভাগ খাদ্যই অনিরাপদ। এ জাতীয় ৮৮ ভাগ বিক্রেতার হাতে ক্ষতিকর জীবাণু থাকে যা জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে অন্যান্য বক্তারা বলেন, ‘জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সবার অংশগ্রহণ জরুরি। সরকারের একক কোন দপ্তর বা দু’চারটি সংগঠন মিলে এ অধিকার নিশ্চিত করা কঠিন। আবার খাদ্যের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করা ছাড়া ২০৪১ সালে যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নাগরিকের স্মার্ট ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের কোন বিকল্প নেই’।

রংপুরে ‘বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩’ উপলক্ষে ‘সুস্থ্য জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্য’ শীর্ষক সেমিনার

বিশেষজ্ঞদের মতে রাস্তার খাবারের ৯০ ভাগই মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রাস্তার খাবার খেয়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী’সহ নানা বয়সী মানুষ ক্যান্সার’সহ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন। বিশ্বে প্রতি বছর ২২ লাখ মানুষ রাস্তার খাবার খেয়ে মৃত্যুবরণ করছেন। এমন তথ্য উঠে এসেছে রংপুরে অনুষ্ঠিত ‘বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩’ উপলক্ষে আয়োজিত ‘সুস্থ্য জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্য’ শীর্ষক আলোচনা সভায়। গত ৩ জুন ২০২৩ তারিখে রংপুরে ‘আরডিআরএস’ এর বেগম রোকেয়া মিলনায়তনে পদক্ষেপ এর ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিসেস’ প্রকল্পের উদ্যোগে ‘সুস্থ্য জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্য’ শীর্ষক আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি) মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রংপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বোরহান উদ্দিন, বিএসটিআই’র সহকারী পরিচালক জাহিদুর রহমান, সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদ হাসান মৃধা।

সেমিনারে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বর্তমান অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা, আইনি নীতিমালা এবং করণীয় বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। এছাড়া প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সহকারী পরিচালক ও প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা। সভায় সরকারী দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, হোটেল-বেকারি মালিক, স্ট্রিট ও রেস্টুরেন্ট উদ্যোক্তারা এতে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, প্রতিদিন মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ দিনের কোন না কোন সময় রাস্তার খাবার খাচ্ছে। রাস্তার খাবার তৈরির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা জানে না কোন খাবার কিভাবে সংরক্ষণ ও পরিবেশন করতে হবে। এসব না জানার কারণে খাবারের মাধ্যমে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াসহ বিভিন্ন জীবাণু মানব দেহে অবলিলায় প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাবার সংরক্ষণের বিষয়ে উৎপাদনকারীদের তেমন ভাল ধারণা নেই। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলছে। এ থেকে প্রতিকারে জন্য এধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুত্ব রয়েছে। পাশাপাশি সকলে মিলে ‘সুস্থ্য জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্য’ এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

‘আরএমটিপি’ প্রকল্পের লিড ফার্মারদের পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা বাবদ উৎসাহ ভাতা প্রদান

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগীতায় রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর “নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এর আওতাভুক্ত ৭ জন লিড ফার্মার (এলএসপি) জুন ২০২৩ মাসে গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় ৫০০ জন মৎস্যচাষীর খামার/পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য উক্ত ৭ জন লিড ফার্মারকে উৎসাহ ভাতা হিসাবে ৩০ হাজার টাকা নগদে প্রদান করা হয়। এ সময় গোপালগঞ্জ এরিয়ার সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার এবং প্রকল্পের ভিসিএফ’সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শেফ প্রশিক্ষণ

গত ১৪ জুন ২০২৩ তারিখের পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর উপ-প্রকল্প ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ এর আওতায় “খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক শেফ ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণটি ঢাকা রিং রোডে টনি খান ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট (টিকেআইএসডি) এ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের ১ম সেশনে উপস্থিত থেকে সকলের সাথে পরিচিতি শেষে স্বাগত বক্তব্যে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন সহকারী পরিচালক ও প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দীকা। প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট শেফ টনি খান। তিনি বলেন, ‘খাবার কেবল সুস্বাদু হলেই তাকে ভালো রান্না বা ভালো খাবার বলা যায় না, পুষ্টিমানটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং পুষ্টিকর ও সুস্বাদু রান্নাই হলো প্রকৃত রান্না’। তিনি রান্না ঘরের স্বাস্থ্যবিধিকে মূলত ৩ ধাপে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যবিধি, ব্যক্তিগত ও খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্না ও খাবারের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা, রান্না ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করা, খাবারের মেন্যু তৈরি, রান্নাঘরের উপকরণ ব্যবস্থাপনা, খাবার পরিবেশনকারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা’সহ পারফেক্ট রান্নার কিছু টিপস প্রদান করেন।

সেশনের ২য় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের রেসিপি’র কলাকৌশল, খাবার পরিবেশনে দক্ষতা বৃদ্ধি, মশলা ও উপাদান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখা, কম সময়ে নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে ভালো খাবার রান্না করার দক্ষতা বাড়ানো, খাবারের পুষ্টি নিয়ে ভালো জ্ঞান থাকা ও নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করার দক্ষতার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া ছুরি ও কাটিং এর কৌশল, পরিবেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাবার সংরক্ষণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেন শেফ এনায়েত হোসেন এবং প্রশিক্ষণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে কিভাবে রান্না করবে সেটি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। উক্ত প্রশিক্ষণটিতে সার্বিক সহায়তা করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর, টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার এবং একাউন্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম। প্রশিক্ষণটিতে নিরাপদ খাবার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ এবং অংশগ্রহণকারী সকল উদ্যোক্তাদের সার্টিফিকেট প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণটি সমাপ্তি করা হয়।

‘আরএমটিপি’ প্রকল্পের আওতায় গলদা চিংড়ির পোনা ও খাদ্য বিতরণ

‘রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)’ এর ‘নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ’ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৩ মাসে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার বিথি সিকদার, কোটালিপাড়া উপজেলার সজিব দাস এবং কবিতা পাণ্ডে মোট ৩ জন মৎস্য চাষীর মাঝে ২৫ হাজার গলদা চিংড়ির পোনা (পিএল) ও ৫ বস্তা করে গলদা নার্সারী-১ খাবার বিতরণ করা হয়।

উক্ত উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ এরিয়ার সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, কোটালীপাড়া ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ অফিসার (হিসাব) মহসিন শেখ, এভিসিএফ মো: নাহিদ হাসান প্রমুখ। পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ প্রকল্পে কর্মক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ এর ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর উপ-প্রকল্প ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ এর আওতায় “কর্মক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি’র” উপর ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে প্রশিক্ষণটি রংপুরে অবস্থিত পদক্ষেপ হস্তশিল্প ডিজাইন ডেভেলেপমেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটির মূল উদ্দেশ্য ছিল “নিরাপদ খাদ্য, সুন্দর পরিবেশ, সুস্থ দেহ” এ বিষয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের হোটেল/রেস্টুরেন্টে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে সচেতন করা।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরে ‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ’ এর নিরাপদ খাদ্য অফিসার মোঃ লেয়াকত হোসেন। তিনি দেশে নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, ভেজাল খাবার গ্রহণে শারীরিক ক্ষতি, খাদ্যকে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ অক্ষুন্ন রেখে কিভাবে মানসম্মত খাদ্য তৈরি করা যায় এবং নিরাপদ পরিবেশ বজায় রেখে টেকসই ব্যবসা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ, মজুদ, পরিবেশন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মো: মোস্তাফিজার রহমান। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে উক্ত প্রশিক্ষণে খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা কি, খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কি, ভৌত ও রাসায়নিক ঝুঁকি কি, সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য বলতে কি বোঝানো হয়, খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ব্যবস্থাপনা, ডিসপোজাল গ্লোভস কতক্ষণ পর পাল্টানো উচিৎ, খাবার পুনরায় গরম করা ও ডিসপ্লেতে খাবার রাখার নিয়ম, তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখার নিয়ম’সহ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সমস্ত কলাকৌশল বিষয়ে আলোচনা ও হাতে কলমে শেখানো হয়।

পদক্ষেপ এর RAISE প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের আওতায় “মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/গুরুদের ওরিয়েন্টেশন”

বিশ্বব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে পদক্ষেপ দেশের শহর ও উপ-শহর এলাকার ১২টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি ব্রাঞ্চের কর্ম-এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি 'Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন-দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী (পিডব্লিউডি) তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ রেইজ প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠি।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, 'প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা; ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন'। শিক্ষানবিশ কার্যক্রমটি ঢাকার আদাবর, মিরপুর ও মৌচাক এই ৩টি কর্ম-এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত এলাকাসমূহে মোট ৩৫ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৭০জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডগুলো হলো- “ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, কার্পেনট্রি ইত্যাদি”।

উক্ত ট্রেডে প্রশিক্ষণগুলো গত জানুয়ারি ২০২৩ হতে শুরু হয়ে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চলমান রয়েছে। শিষ্য/শিক্ষানবিশগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সামগ্রীকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্ম-পরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

প্রকল্পের “কমিউনিটি আউটরিচ” প্রোগ্রাম

কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রমটি প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিফলেট, পোষ্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০২৩ মাসে কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রমের আওতায় জনসচেতনতামূলক যেমন- পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও তাদের উদ্যোগের সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রকল্পের “ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা ও ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী “ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা” বিষয়ক মোট ৫৬টি প্রশিক্ষণ গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, “ব্যবসায় ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ব্যবসাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়া”।

এরই ধারাবাহিকতায় জুন ২০২৩ মাসে ৯টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংস্থার ৩টি ব্রাঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে সংস্থার ঝিকরগাছা ব্রাঞ্চের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম সাদিকুল হক। পাশাপাশি শ্রীপুর ব্রাঞ্চের প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন রেইজ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ কমিটির সাথে সভা

ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে পরিচিত। বন্যা, খরা কালবৈশাখী ও টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, ইত্যাদি দুর্যোগের কোন কোনটি প্রায় প্রতিবছর আঘাত হানে। আবার অধিক জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও দারিদ্রতা দেশটির দুর্যোগ ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের জনজীবন ও অর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর পড়ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ত আমরা রোধ করতে পারবো না কিন্তু আমরা চাইলে এই দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারি। আর এর জন্য প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণ। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য অংশীজনদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ এ বিভিন্ন কমিটি গঠনের সাথে সাথে জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুন ২০২৩ মাসে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)' প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ কমিটির সাথে ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার উদ্দেশ্য ছিলো, তৃণমূল পর্যায়ে (ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা এবং নিয়মিত সভা আয়োজনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা; 'ইউডিএমসি' ও 'ডব্লিউডিএমসি' সভায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পিভিসি ও অন্যান্য ফোরামের সদস্যদেরকে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করা; 'ইউডিএমসি' ও 'ডব্লিউডিএমসি' এর প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠনের সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্যবৃন্দকে অন্তর্ভুক্তি করা; 'ইউডিএমসি' ও 'ডব্লিউডিএমসি' এর পরিকল্পনায় অতিনাজুক জনগোষ্ঠীর বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

প্রতিবন্ধী খাতে বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভা ও প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও গুরুত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে যে আইন রয়েছে তা হলো "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩"। এই আইনে প্রতিবন্ধিতা হলো দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শরীর মন বা সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিকূলতা বা ক্ষতিগ্রস্ততা (যেমনঃ হাটতে, কথা বলতে, দেখতে, শুনতে, বুঝতে ও যোগাযোগ করতে না পারা) এবং এর কারণে পরিবার ও সমাজের অন্যদের তুলনায় তিনি যে নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার একটা সম্মিলিত রূপ যেমন অবহেলার চোখে দেখা, গুরুত্ব না দেয়া ইত্যাদি। আর প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন ব্যক্তি হলো প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি।

গত জুন ২০২৩ তারিখে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক ৫টি অ্যাডভোকেসি সভা এবং প্রতিবন্ধী ফোরামের ৫টি মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। অ্যাডভোকেসি সভায় ইউপি চেয়ারম্যান মহোদয়ের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী সদস্যদেরকে সকল সেবায় অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়া প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির উপায় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন

একজন ব্যক্তির ব্লাড গ্রুপ জানা থাকা খুবই জরুরি একটি বিষয়। রক্তের গ্রুপ জানা থাকলে যে কোন জরুরি সময় রোগীকে রক্তদানের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। প্রকল্পের পুষ্টি কম্পনেন্টের আওতায় প্রকল্পের সদস্যদের বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের প্রসবকালীন সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্ম এলাকায় বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা জরুরি। তাই জুন ২০২৩ মাসে প্রকল্পের কর্ম-এলাকার ৩টি কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে পুষ্টি বিষয়ে কারিগরি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে দিনব্যাপী নিকলী এবং অষ্টগ্রামে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় বিষয়ক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ক্যাম্পেইনের ফলে প্রকল্পভুক্ত খানার গর্ভবতী নারী, প্রসূতি নারী, কিশোর, কিশোরী এবং তাদের পরিবারের রক্তদানে আগ্রহী সদস্যদের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়া প্রকল্প খানা এবং প্রকল্প বহির্ভূত খানার রক্তদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি রক্তের গ্রুপ জানার গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে এবং রক্তদানে উৎসাহিত করবে।

ধর্মীয় নেতাদের সাথে জেন্ডার সচেতনতামুলক ওরিয়েন্টেশন

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সম্পদ প্রবেশ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, নারীর ক্রয়-বিক্রয়ের সক্ষমতা, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ নিয়ে বিষয়গুলি দূরীকরণে পুরুষের ভূমিকা অপরিসীম। কমিউনিটিতে নারীদের এই বিষয়গুলোকে সচেতন করার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে ধর্মীয় নেতাদের জেন্ডার সচেতনতামূলক অধিবেশন। এর আলোকে জুন ২০২৩ মাসে নিকলী উপ-প্রকল্প ইউনিটে ধর্মীয় নেতাদের সাথে জেন্ডার সচেতনতামুলক ২টি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশন দুটির ফলে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণ পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ; পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ হ্রাসে এবং গৃহস্থলীর কাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ বিষয়ে ধর্মীয় নেতাগণ সচেতন হবে এবং সমাজে আরো অনেকেই এ ধরনের আচরণে ধর্মীয় নেতাগণ উৎসাহিত করবেন।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

জুন ২০২৩ মাসে প্রকল্পের কমিউনিটি মোবি-লাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়নে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২৩ এর আয়োজন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ভিটামিন 'এ' খাওয়ান শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমান। ক্যাম্পেইনে মাইকিং এর মাধ্যমে পিভিসি ও নন-পিভিসির সদস্যদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা এবং পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সদস্যদের মাঝে আলোচনা এবং সদস্যের শিশুদের নিজ হাতে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো নিশ্চিত করেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন

গত ১৮ জুন ২০২৩ তারিখে নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবা'সমূহ সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন (স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুষ্টি কমিটি কর্তৃক) এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সজীব ঘোষ, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মোঃ সোহাগ মিয়া, হেলথ ইন্সপেক্টর, সিনিয়র স্টাফ নার্স'সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়া প্রকল্পের সুপারভাইজার ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ মাহবুবুর রহমান, কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) সুজন আহমেদ, মোঃ হেলাল উদ্দিন-পপি (পিসি), প্রসেঞ্জিত পাল-সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি), পিভিসি, মা ও শিশু ফোরাম, কিশোরী ক্লাব এবং প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্যবৃন্দ। ওরিয়েন্টেশন সভায় আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি সেবা সমূহ এবং উক্ত সেবা'সমূহের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া; এনসি, পিএনসি সেবা'সমূহ এবং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহজ উপায় সমূহ; জাতীয় ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন; কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সমূহ এবং সেবার মান উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের সদস্যরা হাসপাতালে চেকআপে আসলে কোন ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবা প্রদান সহজলভ্য করার সিদ্ধান্তে সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোর/কিশোরী) এর সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রভিত্তিক ইভেন্ট আয়োজন

কিশোর কিশোরীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কিশোর কিশোরীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উন্নয়নের নের্তৃত্ব আগামীতে আজকের এই কিশোর কিশোরীরাই গ্রহণ করবে। ইউনিসেফ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩২ মিলিয়ন কিশোর কিশোরী রয়েছে, তাদের মধ্যে ৫২ শতাংশ কিশোর ও ৪৮ শতাংশ কিশোরী। 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৩ মাসে সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোর/কিশোরী) এর সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রভিত্তিক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এই ইভেন্ট আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোর কিশোরীদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সফট স্কেলের উন্নয়ন'সহ নের্তৃত্বের বিকাশ ঘটানো এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক স্থানীয় ও কিশোর কিশোরী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে কেন্দ্রের সদস্য'সহ এলাকার অন্যান্য কিশোর কিশোরীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। একই সাথে তারা নিজেরা এগুলো চর্চা করবে এবং পরিবার ও সমাজে অন্যদেরকে চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সেবাদানকারীদের সাথে ইস্যুভিত্তিক অ্যাডভোকেসি সভা

'পিপিইপিপি' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন, টেকসই ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি বেসরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে কাঠামো জোরদার করা। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর সবচেয়ে নিম্নস্তরের কাঠামো হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। বাংলাদেশের ৪৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিচালিত হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদে মোট ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠন করবে এবং প্রয়োজনে ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে আরো একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে। স্থায়ী কমিটিগুলো যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন সুপারিশ সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান করে এবং এর সকল বিষয় নিয়ে পরিষদের সভায় আলোচনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সাথে উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে কর্ম-এলাকার ১৪টি ইউনিয়নে সেবাদানকারীদের সাথে ইস্যুভিত্তিক অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় অতি দারিদ্র্য ও ইন্টারভেনশনাল গ্রুপের সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা; স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে ও কমিটির সুপারিশ, সিদ্ধান্ত, পর্যবেক্ষণে অতিদরিদ্র ইন্টারভেনশনাল গ্রুপের সদস্যবৃন্দকে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সুযোগ ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা; ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান আরও উন্নত করা। স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করা গেলে পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

অপুষ্ট শিশুর উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তৈরির উপকরণ প্রদান

বাংলাদেশের শিশু অপুষ্টির প্রধান কারন গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারন হল ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টি এবং রোগ সংক্রমণের প্রতি ঝুঁকিপুর্ণ যা শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী। শিশুর অপুষ্টি এবং মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে নিউট্রিশন কম্পোনেন্টের আওতায় জুন ২০২৩ মাসে ৬ জন অপুষ্ট স্যাম/ম্যাম শিশুর জন্য উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার যেমন-পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়া ইত্যাদি তৈরীর উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে মা'দের মাঝে এর রেসিপি ও রন্ধন প্রণালী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। শিশুকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি সম্পূরক খাবার প্রদানের ফলে শিশুর জীবন ও পর্যাপ্ত মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে অষ্টগ্রাম এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ কামরুজ্জামান ও কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড

প্রকল্পের আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ডের আওতায় নিকলি ইউনিটের নিকলি সদর, কারপাশা, ছাতিরচর এবং মিঠামইন উপজেলার ঘোপ দিঘি, ঘাগরা ও কেওয়ারজোর ইউনিয়নে ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে 'ফিশিং গিয়ার তৈরিতে উদ্যোক্তা তৈরি' শীর্ষক আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসরমান অতিদরিদ্র ৩০ জন ও নিঃস্ব অতিদরিদ্র ২৫ জন সদস্যকে ফিশিং গিয়ার তৈরির বিভিন্ন উপকরণ ও নৌকা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি নিকলি সদর, কারপাশা ও ছাতিরচর ইউনিয়নে জুন ২০২৩ তারিখে জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় হাঁস পালন বিষয়ক আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ১৪ জন সদস্যকে ২০টি করে মোট ২৮০টি ডিম পাড়া হাঁস এবং হাঁসের খাবার ও থাকার ঘর প্রদান করা হয়। মিঠামইন উপপ্রকল্প ইউনিট এর মিঠামইন উপজেলার ঘোপ ঘাগরা ও কেওয়ারজোর ইউনিয়নে নিঃস্ব অতি দারিদ্র ১০ জন সদস্যদের মাঝে দেশি মুরগির ঘর এবং ১০টি করে মুরগি ও খাবার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া মিঠামইন ইউনিটের ঘোপ ঘাগরা ও কেওয়ারজোর ইউনিয়নে নিঃস্ব অতি দারিদ্র ১০ জন সদস্যদের মাঝে ১টি করে দেশি মুরগির ঘর এবং ১০টি করে মুরগি ও খাবার বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মোঃ মাহাবুবর রাহমান'সহ জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

দম্পতি/যুগল প্রশিক্ষণ

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রয়োজন। নারী ও পুরুষের মধ্যে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে জুন ২০২৩ মাসে 'আমার পরিবার, আমার ফুলবাগান' বিষয়ক ৩টি দম্পতি/যুগল প্রশিক্ষণ প্রকল্পের নিকলী ও মিঠামইন ইউনিটে আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, 'পরিবার ও সমাজে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য পারিবারিক সহিংসতা নির্মূলকরা এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাছাইকৃতদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা'। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক ও শারীরিক পার্থক্যগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে; জীবন মানের উন্নয়নে জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত ও দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে; মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষের কি কি অধিকার রয়েছে তা বলতে পারবে; অধিকারপ্রাপ্ত নিশ্চিত করণে ব্যক্তিগত ও দলীয় পদক্ষেপসমূহ নিশ্চিত করতে পারবে; সরকারি বেসরকারি সেবাসমূহ কি কি এবং সেগুলো নিশ্চিত করার পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে নারী ও শিশুদের ঝুঁকিসমূহ নিশ্চিত করতে এবং দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি/ কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) সক্রিয়করণ সভা

কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে স্বাস্থ্য সেবা। মা ও শিশুর পাশাপাশি প্রান্তিক জনপদের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি ক্লিনিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের সেবা প্রদানের মাধ্যমে সিসি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অবদান রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এসব ক্লিনিকের মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান কর্মসূচি, পুষ্টি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরামর্শ'সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক যেহেতু একেবারে তৃণমূলে অবস্থিত তাই চাইলেই একজন মানুষ খুব সহজে সেবা নিতে পারে।

প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার জন্য রয়েছে ১৭ সদস্যের কমিউনিটি গ্রুপ- সিজি। সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নিয়ে এটি গঠিত। গ্রুপে ন্যূনতম চারজন নারী সদস্য থাকেন। এই গ্রুপের প্রধান থাকেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য। আর জমিদাতা থাকেন ভাইস চেয়ারম্যান। উপদেষ্টা হিসেবে থাকেন স্থানীয় চেয়ারম্যান। আবার সিজিকে সহযোগিতা করার জন্য থাকে ১৭ সদস্যের কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ। কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) সক্রিয়করণের উদ্দেশ্য হলো সেবার মান উন্নত করা। এছাড়া সিজি থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য অতিদরিদ্র ও অতিনাজুক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। এরই আলোকে জুন ২০২৩ মাসে ১৩টি ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে সকল রোগের চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান'সহ সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পদক্ষেপ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ২০২৩' এর নবায়নকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা ঘোষণা

সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সদস্য এবং সকল পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের মেধাবী সন্তানদেরকে 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদান করে আসছে পদক্ষেপ। যে সকল শিক্ষার্থী ইত:পূর্বে 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি'র জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে যাদের জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সেমিস্টার, সেশন ও ফেইজ শেষ হয়েছে সে সকল শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮ জন শিক্ষার্থীর বৃত্তি নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নকৃত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয় যা তাদের চলমান ডিগ্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ বছর ১৮ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৩.৭২ লক্ষ টাকা স্ব স্ব ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে প্রদান করা হবে।

এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে জুন ২০২৩ পর্যন্ত নবায়নকৃত শিক্ষার্থীরা হলো, রংপুর জোন থেকে রিফাতনুর মোহনা (অর্থনীতি, ৩য় বর্ষ, ঢা.বি), আফরোজা আক্তার আলো (গণিত-৪র্থ বর্ষ, রা.বি), মো: শাহাদৎ হোসেন (সমাজবিজ্ঞান-সেমিস্টার-২, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), মো: ফারহানুল ইসলাম (অর্থনীতি-সেমিস্টার-২, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়); ময়মনসিংহ জোন থেকে মনিরা আক্তার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেমিস্টার-২, ঢা.বি), মোঃ রোকনুজ্জামান রনি (কৃষি অনুষধ, বা.কৃ.বি); বি-বাড়ীয়া জোন থেকে উজ্জল হোসেন (এমবিবিএস-৫ম বর্ষ, কু.মে.ক); চট্টগ্রাম (উত্তর) জোন থেকে মেমোরী চাকমা (সমাজবিজ্ঞান-সেমিস্টার-৮, ঢা.বি), নাদিয়া সুলতানা (এমবিবিএস-৩য় বর্ষ, বঙ্গবন্ধু.মে.ক সুনামগঞ্জ), নিপা আক্তার (ম্যানেজমেন্ট সেমিস্টার-১, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ইভা আজমী (ফার্মেসি-৪র্থ বর্ষ, চ.বি); যশোর জোন থেকে শান্তা ইসলাম (এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সেমিস্টার-৪, শে.কৃ.বি), মোঃ রুমনুজ্জামান (ইসিই-সেমিস্টার-১, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), সাদিয়া আফরোজ বোটানি-সেমিস্টার-১, জ.বি). মোসাঃ মাহবুবা সুলতানা লুনা (ইসিই-৪র্থ বর্ষ, খু.বি); বরিশাল জোন থেকে মো: রিফাত হোসেন (ইইই-সেমিস্টার-১, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), প্রধান কার্যলয় থেকে অভিষেক সরকার (পুর কৌশল ৪র্থ বর্ষ, খু.প্র.প্র.বি), জান্নাতু আদন (এমটিই ১ম বর্ষ, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)।

শোক বার্তা

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বরিশাল জোনের নেছারাবাদ এরিয়ার আওতাধীন বিশারকান্দি ব্রাঞ্চের কমিউনিটি ম্যানেজার শান্তা খানম (কর্মী পরিচিতি নং-০১৪২১৬১০১৮) স্ট্রোক জনিত কারণে গত ৮ জুন ২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে স্থানীয় হাসপাতালে নেয়ার পথে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৭ বছর।

এছাড়া ফরিদপুর জোনের মাগুরা এরিয়ার আওতাধীন মহম্মদপুর ব্রাঞ্চের কমিউনিটি ম্যানেজার তুলসী দাস বৈরাগী (কর্মী পরিচিতি নং- ০১৬১৪৪১০২১) স্ট্রোক জনিত কারণে গত ৭ জুন ২০২৩ তারিখ রোজ বুধবার দিবাগত রাতে নিজ বাসায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। আমাদের উক্ত সহকর্মীদের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত।

উভয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জুন মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৯৬ জন

জুন ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ১৪৩ জন, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান কার্যালয়ে ৩ জন ও আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস প্রকল্পে ৬১ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে এবং সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) পদে ৮৬ জনকে 'অগ্রসর ঋণীর ব্যবসা বিশ্লেষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহিঃসংস্থা পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'অ্যাকাউন্টিং ফর নন-অ্যাকাউন্টিং' বিষয়ে, সিনিয়র ব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন এন্ড একাউন্টস) পদে ১ জনকে 'মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এবং সিডিএফ কর্তৃক আয়োজিত কমিউনিটি ম্যানেজার-১ পদে ১ জনকে 'মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে প্রশিক্ষণ'সহ এ মাসে সর্বমোট ২৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৮৯৭ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুন ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২৬টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৮৯৭ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৪টি সভা ও ১৫টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

জুন মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৩৫১টি

জুন ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৩৫১ জন গ্রাহককে ১.৬৪ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৯,১৮৩ জন গ্রাহককে ৫১২.৪১ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

জুন মাসে ১১৩ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

জুন ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালকের সচিবালয়ে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে ১ জন, মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে সহকারী ব্যবস্থাপক পদে ১ জন ও অফিস সহকারী পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অফিস সহকারী পদে বি-বাড়িয়া জোনের নাসিরনগর ব্রাঞ্চে ১ জন, নবীনগর ব্রাঞ্চে ১ জন, সুলতানপুর ব্রাঞ্চে ১ জন, বাঙ্গুরা ব্রাঞ্চে ১ জন, জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চে ১ জন ও আখাউড়া ব্রাঞ্চে ১ জন, এবং বরিশাল জোনে ধামুরা এরিয়া অফিসে ১ জন ও কুমিল্লা জোন অফিসে ১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ৯৮ জনকে এবং পিপিইপিপি প্রকল্পে ৪ জন 'এটিও' পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

জুন ২০২৩ মাসে ৫১ জন কর্মীকে সিপিএফ এর মোট ১,৪৩,৯৩,৭০৯/- টাকা এবং ৫২ জন কর্মীকে কল্যাণ তহবিলের মোট ৩,২৫,২০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৭০ জনকে ৩১,৭০,৮৯৭/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে ১৫ জনকে ৩,৩০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ি নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org